119955 - যে ব্যক্তি বলেন: 'মুসলমানদের দারিদ্রের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি' সে ব্যক্তির হুকুম কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যিনি বলেন: এ যুগে মুসলমানদের দরিদ্রতা, দুর্বলতা ও পিছিয়ে থাকার কারণ হচ্ছে– অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও অধিক জন্মহার। আপনাদের দৃষ্টিতে এ ব্যক্তির ব্যাপারে শরয়ি হুকুম কি এবং তার প্রতি আপনাদের নসীহত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আমরা মনে করি, তার এ দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। কারণ যার জন্য ইচ্ছা রিযিকির সমৃদ্ধিদানকারী ও সংকোচনকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। অধিক জনসংখ্যা রিযিকি সংকোচনের কারণ নয়। যেহেতু এ পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সকলের রিযিকির ভার আল্লাহর উপর। তবে, আল্লাহ তাআলা কোন হেকমতের কারণে রিযিকি দেন এবং কোন হেকমতের কারণে রিযিকি থেকে বঞ্চিত করেন।

যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস করে তার জন্য আমার নসীহত হচ্ছে- সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং এ বাতিল বিশ্বাস ত্যাগ করে। সে যেন জেনে রাখে, এ বিশ্বজগতের সদস্য যতই বৃদ্ধি পাক না কেন আল্লাহ চাইলে তাদের সকলের রিযিকে সমৃদ্ধি দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলছেন, "যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে রিযিকে সমৃদ্ধি দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ও সূক্ষ্মদর্শী।[সূরা শুরা, আয়াত: ২৭]

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন

[ফাতাওয়া উলামায়িল বালাদিল হারাম, পৃষ্ঠা- ১০৮৪]

কোন সন্দেহ নেই জননিয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যা হ্রাস করার প্রচারণা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ হচ্ছে: "তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানপ্রসবা নারীকে বিয়ে কর। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব।[সুনানে আবু দাউদ, (২০৫০), আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (১৭৮৪) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকরে রযিকি নশ্চিয়তা দানকারী। তনিি বলনে: “আর পৃথবীতে বচিরণশীল যে কারো রযিকি আল্লাহর উপর” [সূরা হুদ, আয়াত: ৬]

তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধরি গতরিোধ করা; সটো গর্ভ-নরিোধক বভিন্নি উপায় গ্রহণরে মাধ্যমে কংিবা গর্ভপাত ঘটানোর মাধ্যমে কংিবা অন্য কোন মাধ্যমে; এ বশ্বিাস থকেে যে, মজুদকৃত সম্পদ অতরিক্তি জনসংখ্যার জন্য যথষ্টে নয়, কংিবা জনকল্যাণরে দাবী হচ্ছে- জনসংখ্যা বৃদ্ধরি হার কমানো; নশ্চিয় এটি আল্লাহর রুবুবয়িযত (প্রতপিালকত্ব) ও তাঁর রযিকিরে প্রশস্ততাকে অস্বীকার করার নামান্তর। এটি মুশরকিদরে বশ্বিাসরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; যারা দারদ্রিরে ভয়ে তাদরে সন্তানদরেকে হত্যা করত। আল্লাহ তাআলা বলনে: “দারদ্রিরে কারণে সন্তানদরেকে হত্যা করো না, আমি তোমাদরেকে ও তাদরেকে রযিকি দইে।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১] তনিি আরও বলনে: “দারদ্রিরে ভয়ে তোমাদরে সন্তানদরেকে হত্যা করো না। তাদরেকে এবং তোমাদরেকে আমইি রযিকি দয়িে থাকি। নশ্চিয় তাদরেকে হত্যা করা মহা অপরাধ।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩১]

অধকি জনসংখ্যা আল্লাহর একটি নয়োমত; এ নয়োমতরে শুকরয়িা আদায় করা ও নরিংকুশভাবে তাঁর ইবাদত করা কর্তব্য। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী শুয়াইব (আঃ) এর কথা উল্লখে করনে যে, তনিি তাঁর কওমকে আল্লাহর কছিু নয়োমতরে কথা স্মরণ করয়িে দতিে গয়িে বলনে: “স্মরণ কর; যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছলি; তনিি তোমাদরে সংখ্যা বৃদ্ধি করলনে।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৮৬]

অধকি জনসংখ্যা উম্মতরে মর্যাদা ও শত্রুর বরিুদ্ধে বজিয়ী হওয়ার মাধ্যম। তাই তো আল্লাহ তাআলা বনী ঈসরাইলদরে সম্পর্কে বলনে: “অতঃপর আমি তোমাদরে জন্যে তাদরে বরিুদ্ধে পালা ঘুরয়িে দলিাম, তোমাদরেকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদরেকে জনসংখ্যার দকি দয়িে একটা বরিাট বাহনিীতে পরণিত করলাম।”[সূরা বনী ঈসরাইল, আয়াত: ৭]

মশিররে ভবষি্যত সম্পর্কে এক গবষেণায় ড. মুহাম্মদ সয়ৈদ গলিাব বলনে: “জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখনো বোঝা ছলি না এবং আগামী শতাব্দীতওে এটাকে বোঝা গণ্য করা ঠকি হবে না। বরং সর্বকালে জনসংখ্যা মশিররে অগ্রগতরি পথকে সুগম করছে।”

ওপর এক গবষেণায় ড. মোস্তফা আল-ফাক্কি আরব বশ্বিে মশির একটি প্রভাবশালী দশে হওয়ার অন্যতম কারণ হসিবেে উল্লখে করনে- ‘মশির জনসম্পদরে গুদামঘর হওয়া’।

অর্থনীতি বশিষেজ্ঞ জনাব খোরশদে আহমাদ বলনে: “ভবষি্যতে প্রভাবশালী ক্ষমতা শুধু সসেব দশেরেই থাকবে যসেব দশেে জনসংখ্যা বৃদ্ধরি হার উচ্চ পর্যায়ে এবং একই সাথে তারা টকেনকি্যাল সাইন্সওে অগ্রসর। তাই পাশ্চাত্যরে জাতগিুলো তাদরে কর্তৃত্ব ও নতেৃত্ব ধরে রাখার জন্য এশয়িা ও আফ্রকিার দশেগুলোতে জনসংখ্যা হ্রাসকরণ ও বন্ধ্যাকরণ

আন্দোলন প্রচার করে যাচ্ছে। এ কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলো তাদের জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে তারা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সব ধরণের প্রচার মাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার করছে।"। তিনি আরও বলেন: "প্রফেসর অর্গানস্কি (আমেরিকান বুদ্ধিজীবী) ঠিকই বলেছেন: "ভবিষ্যতে সে সেনাবাহিনী হবে অধিক শক্তিশালী যার সৈন্য সংখ্যা হবে বেশি।" তিনি আরও বলেন: ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এটি অজানা নয় যে, জনসংখ্যার রয়েছে মৌলিক রাজনৈতিক গুরুত্ব। এ কারণে প্রত্যেক সভ্যতা ও পরাশক্তি তার গঠন ও বিনির্মাণের যুগে জনসংখ্যা বাড়ানোর উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই তো, উইল ডুরান্ট (Will Durant) অধিক জনসংখ্যাকে সভ্যতার অগ্রসরতার অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করেন। অনুরূপভাবে আরনল্ড টয়নেবী (Arnold Toynbee) জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সে সব বুনিয়াদি চ্যালেঞ্জসমূহের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন যেগুলোর জোরে যে কোন মানব সভ্যতার উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটে।"।

তবে এ বক্তব্যকে যেন ভুলভাবে বুঝা না হয় সেজন্য বলতে হয়: শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার গ্যারান্টি দেয় না। বরঞ্চ এটি প্রধান কারণ; কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মজবুত শিক্ষা, সঠিক লালনপালন, সামাজিক ন্যায় ও নিরাপত্তা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই থাকতে হবে। বরং সবকিছুর আগে: ঈমান ও তাকওয়া থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও জমিনী নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করলাম।[সূরা আরাফ; আয়াত: ৯৬]

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে জোর গলায় সতর্ক করে আসছে এবং এটাকে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করছে।

প্রফেসর আরনন সোফার এর রচিত Changes in the Geography of the Middle East (১৯৮৪খ্রিঃ) বইতে রয়েছে; যে বইটি ইহুদি রাস্ট্রের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত এবং সে দেশের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলোতে এটি 'রেফারেন্স বই' হিসেবে গণ্য, গ্রন্থকার মনে করেন, মিশরের জনসংখ্যার উর্ধ্বগামী হার ইসরাইলের আতংকের কারণ; যেহেতু এর মাধ্যমে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যেতে পারে।

ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা তার ১৯/১/১৯৮৮ তারিখের সংখ্যায় 'ভূ-মধ্যসাগরের অববাহিকায় জনসংখ্যার টাইম-বোমা' এ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে। এ প্রবন্ধে লেখক এ ইস্যুতে আলোচনা করেছেন যা পাশ্চাত্যের লোকদের চোখের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে- ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোতে বড় ধরণের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূ-মধ্যসাগরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোতে জনসংখ্যা ঘাটতি। এ প্রবন্ধে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের একটি প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয় যে, পঞ্চাশ দশকের দিকে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ ছিল ইউরোপিয়ান। তারা জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে বসফরাস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

ছলি। কন্িতু ২০২৫ সাল নাগাদ এ চত্রি বপিরীত রূপ ধারণ করবে। অচরিইে ভূ-মধ্যসাগর একটি ইসলামী সাগরে পরণিত হবে; যদওি পুরোপুরি আরব সাগরে পরনিত না হয়।

কোন সন্দহে নইে- প্রশ্নে উল্লখেতি উক্তটিি মুসলমানদরে মধ্যে জন্মনয়িন্ত্রন ও জনসংখ্যা কমানো সংক্রান্ত ইস্যুগুলোকে উৎসাহতি করছে। অনকে শ্লোগানরে অধীনে এ প্রচারণাগুলোর প্রতি উৎসাহতি করা হয়। যমেন- পরবিার নয়িন্ত্রণ, সমাজ নয়িন্ত্রণ ও পরবিার পরকিল্পনা ইত্যাদি। আমরা বলব: যারা এ বষিয়গুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করনে তারা ইসলাম ও মুসলমানদরে শত্রুদরে পক্ষে কাজ করনে, ইসলামরে শত্রুদরে কল্যাণে কাজ করনে; সটো তারা নজিরো জানুক কংিবা না-জানুক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

জন্ম-নয়িন্ত্রণকে সমর্থন দয়ো নঃিসন্দহেে এটি মুসলমানদরে শত্রুদরে চক্রান্ত। শত্রুরা চায় মুসলমানদরে সংখ্যা না বাড়ুক। কারণ মুসলমানদরে সংখ্যা বাড়লে শত্রুরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরো নজিরো স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যতেে পার:ে নজিরো চাষাবাদ করব,ে ব্যবসা বাণজি্য করব-ে এর মাধ্যমে অর্থনতৈকি উন্নতি ঘটবে ও আরও নানামুখি কল্যাণ অর্জতি হব।ে আর যদি তারা সংখ্যায় অল্প হয়ে থাকে তাহলে লাঞ্ছতি হয়ে থাকবে এবং সবকছিুতে অন্যরে মুখাপক্ষেী হয়ে থাকব।ে[সমাপ্ত]

পরশিষে,ে আমাদরে প্রয়োজন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এর সাথে সাথে উন্নয়ন পরকিল্পনাকে ইসলামীকরণ করা, বধিি-বধিানকে ইসলামীকরণ করা, আইন-কানুনকে ইসলামীকরণ এবং এর সাথে আধুনকি জ্ঞান-বজি্ঞানকে কাজে লাগানো।

এ বষিয়ে আরও জানতে দখেুন: আবুল আলা মওদূদীর লখিতি ‘ইসলামরে দৃষ্টতিে জন্মনয়িন্ত্রণ’ (পৃষ্ঠা ১৭৮-১৮৬) ও ‘মাজাল্লাতুল বায়ান’ সংখ্যা ১১, ১০৭ ও ১৯১।

আল্লাহই ভাল জাননে।